

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

93066 - ইফতারকালে পঠতিব্য দোয়া

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যে হাদিসগুলোর ব্যাপারে আলমেগণ বলছেন “যায়ফি বা দুর্বল” সসেব হাদিস দিয়ে দোয়া করার হুকুম কি?

১. ইফতারের সময়: ‘আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু, ওয়া আলা রযিককি আফতারতু’ (অর্থ হে আল্লাহ, আমি আপনার জন্যই রোযা রেখেছি এবং আপনার দোয়া রযিকি দিয়ে ইফতার করছি।)

২. ‘আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আসতাগফরিল্লাহ। আসআলুকাল জান্নাহ, ওয়া আউজু বকি মনিন্নার’ □ এ দোয়াটি পড়া কি শরয়িতসম্মত, জায়যে নাকি জায়যে নয়? নাকি মাকরুহ? নাকি শুদ্ধ নয়; হারাম?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

আপনি ইফতারের যে দোয়াটি উল্লেখ করছেন সটে একটি দুর্বল হাদিসে এসেছে। হাদিসটি সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে মুয়ায বনি যাহরা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তার কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পড়েছে যে, যখন কটে ইফতার করে তখন সে যেন বলে, আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু, ওয়া আলা রযিককি আফতারতু” (অর্থ- হে আল্লাহ, আমি আপনার জন্য রোযা রেখেছি। এবং আপনার দোয়া রযিকি দিয়ে ইফতার করছি।)

তবে এ দোয়ার পরবর্ত্তে সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে যে দোয়াটি বর্ণিত হয়েছে সটেই যথেষ্ট। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইফতার করতেন তখন বলতেন: “যাহাবায যামাউ, ওয়াব তাল্লাতলি উরুক্বু ও ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ।” (অর্থ- তৃষ্ণা দূর হয়ে গলে, শরি-উপশরি স্কিত হল এবং ইনশাআল্লাহ, সওয়াব সাব্যস্ত হল) [আলবানী ‘সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে’ হাদিসটিকে হাসান আখ্যায়তি করছেন]

দুই:

রোযাদারের জন্য রোযা অবস্থায় ও ইফতারকালীন সময়ে দোয়া করা মুস্তাহাব। দলিল হচ্ছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তিনি বলেন, আমরা বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ্, যখন আমরা আপনাকে দেখি আমাদের অন্তরগুলো কতমেল হয়ে যায় এবং আখরোতমুখী হয়ে উঠে। আর আমরা যখন আপনার সাক্ষাত থেকে চলে যাই তখন দুনিয়া আমাদেরকে আকৃষ্ট করে, আমরা নারী ও সন্তানে মুগ্ধ হই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: তোমরা আমার কাছে থাকাকালে যে অবস্থায় থাক সর্বদা যদি সে অবস্থায় থাকত তাহলে ফরেশেতারা তাদের হাত দিয়ে তোমাদের সাথে মুসাফহা করত, তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে তোমাদের সাথে সাক্ষাত করত। আর যদি তোমরা গুনাহ না করত তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের বদলে এমন এক কওমকে নিয়ে আসতেনে যারা গুনাহ করত; যাত করে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করতে পারেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম: হে আল্লাহ্ রাসূল! আমাদেরকে জান্নাতেরে বিবরণ দিন, জান্নাতেরে ভবনগুলো কমন হব? তিনি বলেন: একটা ইট হবে স্বর্ণেরে, অপরটা হবে রৌপ্যেরে। প্লাস্টার হচ্ছ- উত্তম সুঘ্রাণেরে মসিক দিয়ে। কংকর হবে মুক্তা ও নীলকান্তমণির। মাটি হবে জাফরানেরে। যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশে করবে সে সেখানে নয়ামত ভোগ করবে; কখনও দুর্ভোগে পড়বে না। চরিদিন সেখানে থাকবে; কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। তার পোশাকাদি পুরাতন হবে না। তার যটবন শেষ হবে না। তিনি ব্যক্তরি দোয়া ফরোত দোয়া হয় না: ন্যায়পরায়ন শাসক, রোযাদার ব্যক্তি ইফতার করা অবধি এবং মজলুম ব্যক্তি। মজলুমেরে দোয়া মঘেরে উপরে বহন করা হয়, মজলুমেরে দোয়ার জন্য আসমানেরে দরজাগুলো খুলে দোয়া হয়। রব্ব বলতে থাকেন: আমার গটেরবরে শপথ, কছি সময় পরে হলেও আমি তোমাকে সাহায্য করব।” [মুসাদে আহমাদের তাহকীক এর মধ্যে শূয়াইব আরনাউত হাদসিটকি সহহি আখ্যায়তি করছেন]

সুনানে তরিমযিরি রেওয়াজতে (২৫২৫) এসছে, “রোযাদার ইফতার করাকালে...”[আলবানী সহহিত তরিমযি গ্রন্থে হাদসিটকি সহহি আখ্যায়তি করছেন]

অতএব, আপনি আল্লাহ্ র কাছে জান্নাত প্রার্থনা করতে পারেন, জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারেন, ইসতগিফার করতে পারেন, শরয়িত অনুমোদতি যে কোন দোয়া করতে পারেন। তবে, আপনি প্রশ্নে যে ভাষ্যে দোয়াটি উল্লেখ করছেন “আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আসতাগফরিুল্লাহু, আসআলুকাল জান্নাহ, ওয়া আউযুবকি মনিান্নার” এ ভাষায় আমরা দোয়াটি পাইনি।

আল্লাহ্ ভাল জানেন।